ক্ষুদ্র ও নৃ সম্প্রদায়ের উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা

সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট (এসসিএমএফপি)

কম্পোনেন্ট-০৩

উপকুলীয় মৎসজীবি সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন ও জীবিকা রূপান্তরণ

মৎস্য অধিদপ্তর

ও

সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)

সূচিপত্র

ভূমিকা ৩
উপকারভোগী ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ও আদিবাসি নীতিমালা ৩
ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ৩
প্রকল্প এলাকা এবং ক্ষুদ্র সম্প্রদায় পরিচিতি ৪
তথ্য প্রচার ও মতবিনিময় কৌশল ৫
প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব ও ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের প্রত্যাশা ৫
প্রকল্প কাঠামোতে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের উন্নয়ন কার্যসূচি ৫
বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা ৮
কার্যসূচি ও বাস্তবায়ন সময়কাল ৮
বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা ৯
বাস্তবায়ন তদারকি ও পরিবীক্ষণ ৯

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্ব ব্যাংকের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংঘের (আইডিএ) সহঅর্থায়নে "বাংলাদেশ টেকসই উপকূলীয় মৎস প্রকল্প" (BSCMFP) বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস সম্পদের উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে এ সম্পদের অবদান সংহতকরণ, দারিদ্র প্রশমণ, এবং পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। মৎস ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস অধিদপ্তর ৫ বছর মেয়াদী এই প্রকল্পের মূল বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং সোশাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) মৎসজীবি সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন ও জীবিকা রূপান্তর শীর্ষক উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। উপকূলীয় জেলে সম্প্রদায় এবং প্রাকৃতিক মৎসসম্পদ নির্ভর দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবারসমূহ এই প্রকল্পের প্রত্যাশিত উপকারভোগী। লক্ষ্য করা গেছে যে, উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অধিকাংশই মৎসজীবি। একারণে প্রকল্প প্রনয়ণকালে বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব ব্যাংকের আদিবাসি বিষয়ক নীতিমালার[১] আলোকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন নীতিকাঠামো (ঝসধষষ উঃযহরপ ঈড়সসঁহরঃু উবাবষড়ঢ়সবহঃ ঋৎধসবড়িৎশ) গ্রহণ করেছে। প্রকল্পের এসডিএফ অংশের উপকারভোগী এলাকায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সম্ভাব্য ক্ষতি প্রতিহত করা ও তাদের জন্যে প্রকল্পের প্রত্যাশিত উপকার নিশ্চিত ও বৃদ্ধি করার জন্যে এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে।

উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে রাখাইন সম্প্রদায় মৎস্য আহরণের সাথে বেশি জড়িত। প্রকল্পভূক্ত এসডিএফ কর্মএলাকায় কিছু গ্রামে রাখাইনদের বসবাস রয়েছে। রাখাইন হলো বাংলাদেশ ও মায়ানমারের একটি জনগোষ্ঠীর নাম। এরা মগ নামেও পরিচিত। আঠারো শতকের শেষে এরা আরাকান থেকে বাংলাদেশে এসে উপকূলীয় জেলা কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে বসতি স্থাপন করে। বর্তমানে রাখাইন সম্প্রদায়ের বসবাস মূলত কক্সবাজার, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায়। এদের মূল পেশা মৎস্য আহরণ এবং মৎস্য জাত পণ্য উৎপাদন, যেমন- শুটকি, নাপ্পি, ইত্যাদি। তুলনামূলকভাবে এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে চাকমা ব্যতীত অন্যান্যরা সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে আছে। তাই এদের মধ্য থেকে প্রকল্পভুক্ত এই সকল দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র মৎস্যজীবীদের চিহ্নিত করে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আলাদা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হলে প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে।

উপকারভোগী ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ও আদিবাসি নীতিমালা

বিশ্ব ব্যাংকের আদিবাসী সংক্রান্ত নীতিমালা (ওপি/বিপি ৪.১০) অনুসারে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতি-সম্প্রদায় এবং স্থানীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং মানবাধিকার, মর্যাদা, আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক জীবিকা নিরবিচ্ছিন্ন করতে বলা হয়েছে। এর পাশাপাশি এই প্রস্তাবনাতে এই সকল ক্ষুদ্র জাতি-সম্প্রদায়ের ওপরে প্রকল্পের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে সম্পূর্ণ পরিহার করতে বলা হয়েছে। এই সকল বিরূপ প্রভাব কমিয়ে আনা বা সম্পূর্ণ পরিহার করার জন্য এবং সেই সাথে প্রকল্পের উন্নয়ন প্রভাব বৃদ্ধিকরার জন্যে এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় উন্নয়ন পরিকল্পনা সবিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

প্রকল্প এলাকার যেসব গ্রামে আদি ভাষা, সংস্কৃতি ও পেশার ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের বসবাস, তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য সুনিদিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা হবে। প্রকল্পের চিহ্নিত ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে নিয়ে পৃথক দল গঠন করে স্থানীয় পর্যায়ে তাদের চাহিদা নিরুপনের মাধ্যমে সামাজিক এবং ও অর্থনৈতিক সমস্যগুলো চিহ্নিত করা হবে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ হলো নিম্নরুপ।

১. প্রকল্পের কার্যক্রমে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ উৎসাহিত ও নিশ্চিত করা।
২. ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সামাজিক ও পারিবারিক উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ করে সে অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
৩. ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে দল ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে তাদের স্বক্ষমতা বাড়িয়ে তাদের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
৪. ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে সহায়তা করা।

[1] World Bank OP/BP 4.10 on Indigenous Peoples

প্রকল্প এলাকা এবং ক্ষুদ্র সম্প্রদায় পরিচিতি

বাংলাদেশ ভূখন্ডে কিছু বিচিত্র ক্ষুদ্র উপজাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে যাদের নিজস্ব ভাষা ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতি রয়েছে। বিভিন্ন সূত্র মতে এদেশে প্রায় ৫৪ টি বিভিন্ন উপজাতির বসবাস এবং এখনও তাদেরকে প্রায় ৩৫টি আদি ভাষার কথা বলতে শোনা যায়। তবে এদেশে প্রচলিত অধিকাংশ আদি ভাষারই কোন নিজস্ব বর্ণমালা বা বইপুস্তকের অস্তিত্ব অনুপস্থিত। ২০১১ সালের গণশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে উপজাতীয় জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২ শতাংশের কম। এদের বেশিরভাগ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বসবাস করলেও কিছু কিছু সম্প্রদায় বিক্ষিপ্তভাবে দেশের সীমান্তবর্তী ও সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় বাস করছে। এসব ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারা, আচার অনুষ্ঠান ও রীতি রেওয়াজে আদিবাসীয় বৈশিষ্ট লক্ষণীয়। তবে স্থানভেদে এদের অনেকের মধ্যেই বিশ্ব ব্যাংকের আদিবাসী নীতিমালায় উল্লিখিত চারিত্রিক বৈশিষ্টসমূহের কোন কোনটি অনুপস্থিত প্রতীয়মান হয়। বিশেষ করে পুরুষানুক্রমিক প্রথাগত মালিকানার জমি এখন পাহাড়ী এলকার বাইরে অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। সময়ের প্ররিক্রমায় অন্ততঃ ভাষার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা এখন বাংলা ভাষার ব্যবহার বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে সম্প্রতি অল্প কয়েকটি উপজাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির পরিচিতি মূলক বই পাহাড় অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতে পাঠ্যক্রম ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্পের কম্পোনেন্ট-৩ উপকূলীয় এলাকায় মোট ১৩ টি জেলায় বাস্তবায়ন চলছে। ২০১১ সালের আদম শুমারীর তথ্য মোতাবেক প্রকল্প এলাকায় মন্ডা, চাকমা, বর্মন, খিভাং, সাওতাল, মালপাহাড়ী, ডলু, রাখাইন, ত্রিপুরা, তনচংগ্যা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বসবাস করে এবং এরা এতদঞ্চলের মোট জনসংখ্যার প্রায় ০.১১ শতাংশ। সামাজিক সমীক্ষা ও বাছাই প্রক্রিয়ায় দেখা যায় কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার সদর উপজেলাধীন চৌফলদন্ডি উপজেলায় দক্ষিণ রাখাইনপাড়া গ্রামটিতে সর্বাধিক ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের লোকেদের বসবাস রয়েছে।

কক্সবাজার সদর উপজেলাধীন চৌফলদন্ডি ইউনিয়নে অবস্থিত "দক্ষিণ রাখাইন পাড়া" গ্রামটি শতভাগ রাখাইন সম্প্রদায় অধ্যুষিত। উক্ত গ্রামে মোট ১২২৭ টি পরিবারে প্রায় ৬,০০০ রাখাইন বসবাস করে। তাদের মূল জীবিকা হলো মৎস্য আহরণ। অংশগ্রহনমূলক দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রামটিতে মোট ১৩১ দরিদ্র ও অতি দরিদ্র মৎস্যজীবী রাখাইন পরিবার শনাক্ত করে প্রকল্পে কার্যক্রমে অনন্তর্ভূক্ত করা হয়।

রাখাইন শব্দটির উৎস পলি ভাষা। প্রথমে একে বলা হত রক্ষাইন যার অর্থ রক্ষণশীল জাতি। তাদের নিজস্ব ভাষা হলো রাখাইন ভাষা। বিভিন্ন রং বেরং এর সুতো দিয়ে তৈরি নানা ডিজাইনের পোশাক রাখাইনদের নিজস্ব সংস্কৃতির অন্যতম একটি বাহক। পোশাকের ক্ষেত্রে রাখাইন যুবকরা লুঙ্গি(দোয়া) শার্ট (এনজ্যি) পরিধান করে। মন্দিরে প্রার্থনা বা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মাথায় পাগড়ী পড়ে, যা ঐতিহ্যের প্রতীক। অন্যদিকে মেয়েরা লুঙ্গি(থাবিং), ব্লাউজ (বেদাই-এনজ্যি), ইত্যাদি পরিধান করে। এছাড়া সাজ সজ্জায় চুলে তাজা ফুল, সোনা, রূপার টংকার, স্বর্ণের অলংকার পছন্দ করে। বসতবাড়ী কাঠ ও বাঁশের তৈরি দ্বিতল বিশিষ্ট । রাখাইনরা তাদের প্রধান খাদ্য ভাতের সাথে সামুদ্রিক মাছ (যেমন: কাঁকড়া, নাপ্পি, শামুক, ঝিনুক এবং মিঠে পানির মাছের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাণির (মুরগী, কবুতর, হাঁস, ব্যাঙ) এর মাংস খেতে পছন্দ করে। এছাড়া শাক সবজি, ফলমূল, বাঁশ কোড়ল, বুনো ওল, নাপ্পি, ইত্যাদি খেতে পছন্দ করে। নারী ও পুরুষরা নিজ হাতে বানানো চুরুট পান করে। রাখাইনদের জীবনযাপনে এবং সকল সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে নৃত্য একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাখাইনদের নিজস্ব ভাষা ও বই পুস্তক আছে। আছে নিজস্ব বছর গণনা সাল। রাখাইনরা বর্ষবরণে জলকেলি উৎসব করে। জলকেলি বা সাংগ্রেং পোয়ে ধর্মীয় কোন রীতি নয়, সামাজিক রীতিমতে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। ফানুস উড়ানো তাদের একটি ধর্মীয় উৎসব। নাপ্পি প্রক্রিয়াজাতকরণ, মাছ আহরন, ঝিনুক প্রক্রিয়াজাত করণ, পার্লার ব্যবসা, হস্ত শিল্প (নাপ্পির ঝুঁড়ি তৈরি), মুদি, চা দোকান, স্বর্ণকার, শুটকি উৎপাদন ও বিক্রি এবং সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত জনগোষ্ঠী ও আছে। বর্তমানে অবস্থানরত রাখাইন পরিবারের বসবাস ও আবাদী জমির বেশিরভাগ খাস, কিছু কিছু পানি উন্নয়ন বোর্ড এর জমি ও আছে।

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে তারা মাছ, শামুক ঝিনুক, চিংড়ি সাগর থেকে আহরন করে। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে তারা সরকারী বিধি বিধান মেনে চলে। তারা ছোট চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত করে নাপ্পি তৈরি করে ও বাজারজাত করে। স্থানীয় জন সাধারনের সাথে তারা গভীর সম্পর্ক বজায় রাখে।

তথ্য প্রচার ও মতবিনিময় কৌশল

প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ও তাদের স্বার্থ নিয়ে কাজ করে এমন সামাজিক ও মানবাধিকার সংগঠন, ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠান হল মন্দির কমিটি ও সমাজ কমিটি। এবং কিছু বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আশা, ব্রাক, গ্রামীন ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান উক্ত গ্রামে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গ্রামে নির্বাচিত রাখাইন সম্প্রদায়ের নির্বাচিত একজন জনপ্রতিনিধিও আছে। ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামের কল্যানের জন্য বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও অবকাঠামো উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ক্ষুদ্র ও নৃ জনগোষ্ঠী উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রচার ও মতবিনিময় একটি গুরুত্বপূর্ন কার্যক্রম। উক্ত কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত রাখাইন মৎস্যজীবী গ্রামটি নিম্নোক্ত কৌশল গ্রহন করতে পারে

ক) রাখাইদের অধিকার ও দাবি নিয়ে গ্রাম মৎস্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিতে আলোচনা এবং গ্রাম মৎস্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে উপজেলা মৎস্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিতে তাদরে অধিকার ও দাবি উপস্থাপন।

খ) একটি অভিযোগ বক্স উক্ত গ্রাম সমিতিতে প্রতিস্থাপন করা এবং অভিযোগ গ্রহণ এবং নিরসনের জন্য কমিটি গঠন করা।

গ) রাখাইদের অধিকার ও দাবি আদায়ের এবং তথ্য প্রচারের জন্য উপজেলা/জেলায় বিভিন্ন কার্যক্রমে (মানব বন্ধন, র‌্যালি) অংশগ্রহন নিশ্চিত করা।

ঘ) উক্ত গ্রাম হতে নূন্যতম ২ জন রাখাইন প্রতিনিধি উপজেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ের মৎস্যজীবী ফেডারেশনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রেরন করা।

ঙ) তথ্য প্রচারের লক্ষ্যে বছরে একটি কালচারাল সংগঠন গঠন এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং সেখানে জন-প্রতিনিধি সহ বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি নিশ্চত করা।

প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব ও ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের প্রত্যাশা

রাখাইনদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্তরায় হলো তারা সাংগঠনিক ভাবে অনেক পিছিয়ে। কম্পোনেন্ট-৩, এসসিএমএফপি শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে রাখাইন মৎস্যজীবী গ্রামটির সাংগঠনিক উন্নয়ন করা হবে। সাংগঠনিক উন্নয়নের জন্য একটি মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন গঠন এবং তা শক্তিশালীকরণ করা হবে। কমিনিউটি দ্বারা ঋণ কার্যত্রম পরিচালনা এবং বিকল্প পেশায় নিয়োজনের মাধ্যমে তাদের উন্নয়ন করাই প্রকল্পের এসডিএফ অংশের মূল উদ্দেশ্য। তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহন করা হবে।

ক) গ্রামের সকল ক্ষুদ্র ও নৃজনগোষ্ঠীর একটি তালিকা তৈরি

খ) গ্রামের সকল দরিদ্র ও অতিদরিদ্র ক্ষুদ্র ও নৃনিবন্ধিত মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীদের মৎস্যজীবী দল (এফজি) এ অন্তভুক্তিকরণ।

গ) বিভিন্ন কমিটিতে (গ্রামসমিতি, মৎস্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বিভিন্ন কমিটিতে) নেতৃত্বদানকারী পদে ক্ষুদ্র ও নৃমৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীদের অংশগ্রহন নিশ্চিতকরণ

ঘ) ক্ষুদ্র ও নৃজনগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের বেকার যুবদের কারিগরী ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ।

ঘ) স্বাবলম্বী ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দলে অন্তভূক্ত করে সকল ক্ষুদ্র ও নৃমৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীদের বিকল্প আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিযুক্তকরণ।

ঙ) ক্ষুদ্র ও নৃমৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীদের নিয়ে উৎপাদনকারী দল গঠন।

প্রকল্প কাঠামোতে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের উন্নয়ন কার্যসূচি

প্রকল্প এলাকার যেসব গ্রামে আদি ভাষা, সংস্কৃতি ও পেশার ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের বসবাস, তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য সুনিদিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা হবে। প্রকল্পের চিহ্নিত ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে নিয়ে পৃথক দল গঠন করে স্থানীয় পর্যায়ে তাদের চাহিদা নিরুপনের মাধ্যমে সামাজিক এবং ও অর্থনৈতিক সমস্যগুলো চিহ্নিত করা হবে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ হলো নিম্নরুপ।

ক) পিছিয়ে পড়া রাখাইন জনগোষ্ঠীকে প্রকল্পে অন্তভুক্তিকরণ এবং প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতাবৃদ্ধি

খ) রাখাইন জনগোষ্ঠীকে বিকল্প কর্মসংস্থান এবং আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহন নিশ্চিতকরণ

গ) স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

ঘ) মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

ক্র নং	বিষয়/সূচক	লক্ষ্য	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠন/ব্যক্তি	মন্তব্য
প্রকল্পে অন্তভুক্তিকরণ এবং প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতাবৃদ্ধি					
১	গ্রামের সকল ক্ষুদ্র ও নৃজনগোষ্ঠীর একটি তালিকা তৈরি (পরিবার প্রধানের নাম, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, নারী-পুরুষের সংখ্যা, পেশা, আয় ইত্যাদি)।	০১টি তালিকা	প্রকল্পের শুরুতেই	মৎস্যজীবী গ্রামসংগঠন	
২.	গ্রামের সকল দরিদ্র ও অতিদরিদ্র ক্ষুদ্র ও নৃ নিবন্ধিত মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীদের মৎস্যজীবী দল (এফজি) এ অন্তভুক্তিকরণ।	চিহ্নিত সকল দরিদ্র ও অতি দরিদ্র ক্ষুদ্র ও নৃ মৎস্যজীবী	প্রকল্পের শুরুতেই	মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন	
৩.	বিভিন্ন কমিটিতে (গ্রামসমিতি, মৎস্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বিভিন্ন কমিটিতে) নেতৃত্বদানকারী পদে ক্ষুদ্র ও নৃ মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীদের অংশগ্রহন নিশ্চিতকরণ।	নূন্যতম ৫০%	চলমান	মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন	
৪.	গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহন।	প্রয়োজন অনুযায়ী	চলমান	মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন	
৫.	উদ্বোদ্ধকরণ কার্যক্রম (র‍্যালী, আলোচনাসভা, লিফলেট বিতরণ, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পোস্টার স্থাপন, লোকসংগীত, পথনাটক ইত্যাদি) অংশগ্রহণ।	প্রয়োজন অনুযায়ী	চলমান	মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন	
বিকল্প কর্মসংস্থান এবং আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহন					
৬.	ক্ষুদ্র ও নৃজনগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের বেকার যুবদের কারিগরী ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ।	সনাক্তকৃত সকল বেকার যুব	জুন/২৩	মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন	
৭.	স্বাবলম্বী ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দলে অন্তভূক্ত করে সকল ক্ষুদ্র ও নৃমৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীদের বিকল্প আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিয়ুক্তকরণ।	দলে অন্তভূক্ত সকল ক্ষুদ্র ও নৃমৎস্যজীবী	জুন/২৩	মৎস্যজীবী গ্রাম সমিতি	
৮.	ক্ষুদ্র ও নৃ মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীদের নিয়ে উৎপাদনকারী দল গঠন।	নূন্যতম ১০ জন ক্ষুদ্র ও নৃমৎস্যজীবী দিয়ে ০১টি উৎপাদনকারী দলগঠন	জুন/২৩	মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন	
৯.	মৎস্য ও মৎস্যজাত সামগ্রী বাজারজাতকরণ এবং উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার জন্য বাজার সংযোগ তৈরীকরণ।	প্রয়োজন অনুযায়ী	চলমান		
১০.	ক্ষুদ্র ও নৃ মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীদের জীবনমান উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে একটি মৎস্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন।	০১টি মৎস্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন	জুন/২৩		
১১.	কমিনিউটি বেজড্ ইকো-টুরিজম স্থাপনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও নৃ মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীদেও বিকল্প পেশায় নিযুক্ত এবং পারিবারিক আয়-বৃদ্ধি	০১ টি কমিনিউটি বেজড্ ইকো-টুরিজম স্থাপন	ডিসেম্বর/২৩	মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন	বোট, রেস্টুরেন্ট
১২.	কাভার্ড ভ্যান এর মাধ্যমে টাটকা মাছ এবং উৎপাদন দলের উৎপাদিত পন্য দুরবর্ত্তী বাজারে পৌছানোর মাধ্যমে ব্যবসা করে পারিবারিক আয়-বৃদ্ধি।	পাশের গ্রামের সাথে অংশীদারি ভিত্তিতে ০১ টি কাভার্ড ভ্যান ক্রয়।	ডিসেম্বর/২৩	মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন	

ক্র নং	বিষয়/সূচক	লক্ষ্য	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠন/ব্যক্তি	মন্তব্য
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম					
১৩.	গ্রামের সকল ক্ষুদ্র ও নৃ মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে একটি সক্রিয় পুষ্টি বিষয়ক কমিটি গঠন।	০১টি পুষ্টি বিষয়ক কমিটি গঠন	জুন/২৩	মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন	
১৪.	পুষ্টি বিষয়ক কমিটির নিয়মিত সভা করা	প্রতিমাসে-০২ টি	চলমান	পুষ্টি বিষয়ক কমিটির	
১৫.	ক্ষুদ্র ও নৃমৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর সকল শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা হতে ঝড়ে পরা রোধকরণ লক্ষ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান।	২০ টি	চলমান	মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন	
১৬.	ক্ষুদ্র ও নৃমৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহনের জন্য মেধা বৃত্তি প্রদান।	প্রয়োজন অনুযায়ী	চলমান	মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন	
১৭.	বাল্যবিবাহ রোধকরণ (সচেতনতা সভা, আইনি সহায়তা নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন সচেতনতামূলক ইভেন্টস্ আয়োজন) ।	১০০%	চলমান	মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন	
১৮.	ক্ষুদ্র ও নৃমৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন এবং সক্রিয়ভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নিশ্চিতকরণ।	প্রয়োজন অনুযায়ী	চলমান	মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন	
১৯.	ক্ষুদ্র ও নৃমৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে একটি সাংস্কৃতিক ক্লাব গঠন এবং তা সক্রিয়করণ।	০১টি সক্রিয় ক্লাব	জুন/২৫	মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন	বাদ্যযন্ত্র, ঢোল, হারমনিয়াম ইত্যাদি ক্রয়
২০.	একটি প্লাষ্টিক/পলিথিন সংগ্রহ দল গঠন করে পরিবেশ রক্ষার্তে সৈকত এবং এর পাশ্ববর্ত্তী এলাকা হতে প্লাষ্টিক/পলিথিন সংগ্রহ করে রিসাইকেলকরণ অথবা নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ।	০১ টি প্লাষ্টিক/পলিথিন সংগ্রহ দল গঠন এবং তা সক্রিয়করণ।	জুন/২৫	মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন	
২১.	রাখাইন জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন এর জন্য একটি রাখাইন উন্নয়ন সংগঠন গঠন	০১ টি রাখাইন সংগঠন গঠন	জুন/২৫	মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন	
মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা					
২২.	ক্ষুদ্র ও নৃ মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	বছরে ০১ টি	চলমান	ভিএফসিসি, মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন এবং এসসডিএফ	মৎস্য আইন, মা ইলিশ সংরক্ষণে ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন ২২ দিন, ৬৫ দিন সমুদ্রে মাছ আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়, বিপদাপন্ন মাছ ও অন্যান্য প্রাণী আহরণ নিষিদ্ধ বিষয়ক ইত্যাদি
২৩.	রাষ্ট্রিয় বিভিন্ন দিবসে ক্ষুদ্র ও নৃ মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে কর্মসূচি প্রতিপালন	২১ শে ফেব্রুয়ারী, ১৬ ডিসেম্বর, ২৬ মার্চ ও অন্যান্য নির্ধারিত তারিখে	চলমান	ভিএফসিসি, মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন এবং এসসডিএফ	

বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা

ক্ষুদ্র ও নৃ সম্প্রদায়ের উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ণ ও ব্যবস্থাপনা করবে রাখাইন মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন । মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন কর্তৃক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও বাবস্থাপনা সম্পর্কিত একটি কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি মাসে নূন্যতম একটি সভা করবে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ণ ও ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতি সংক্রান্ত আলোচনা করবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও বাবস্থাপনা কমিটি প্রতি তিন মাস পরপর একটি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং উক্ত প্রতিবেদন মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন নিকট দাখিল করবে।

কার্যসূচি ও বাস্তবায়ন সময়কাল

উক্ত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন এর সময়কাল হবে জুলাই/২০২২-জুন/২০২৫। কার্যসূচি ও বাস্তবায়ন এর সময়কাল নিম্নরুপ

ক্র: নং	কার্যসূচী	বাস্তবায়নের সময়কাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংগঠন/কমিটি
১	খসড়া ক্ষুদ্র ও নৃ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ন	মার্চ/২৩	মৎস্য সহব্যবস্থাপনা কমিটি এবং মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন
২	ক্ষুদ্র ও নৃ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা চুড়ান্তকরণ	জুলাউ/২৩	মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন
৩	পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও বাবস্থাপনা কমিটি গঠন	আগস্ট/২৩	মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন
৪	পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কিত মাসিক সভা	প্রতি মাসে ০১ টি করে	পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও বাবস্থাপনা কমিটি
৫	পরিকল্পনার অগ্রগতি নিয়ে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন তৈরি এবং মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠনের সভায় দাখিল	প্রতি ০৩ মাসে ০১ টি করে	পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও বাবস্থাপনা কমিটি
৬	মধ্য সময়কালীল পরিকল্পার অগ্রগতির মূল্যায়ন	ডিসেম্বর/২০২৩	মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও বাবস্থাপনা কমিটি
৭	পরিকল্পনার অগ্রগতির চুড়ান্ত মূল্যায়ন	মার্চ/২০২৫	মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও বাবস্থাপনা কমিটি

বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

উক্ত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সংস্থান করবে মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন। প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন তহবিল হতে অর্থ সংস্থান করা হবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যে ব্যয় প্রাক্কলন করা হবে তা মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন এর সভায় তা অনুমোদন কওে নিতে হবে। নিম্নে উল্লেখিত সম্ভাব্য খাতে ব্যায় হতে পারে।

ক্র: নং	ব্যয়ের খাত	পরিমান	প্রতি পরিমানে ব্যয়	মোট ব্যয়
১	পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কিত মাসিক সভা	৪৫ টি	১০০০/-	৪৫,০০০/-
২	বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর আয়োজন	৩ টি	২০,০০০/-	৬০,০০০/-
৩	জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন	২০০ জন	২০০/-	৪০,০০০/-
৪	বিকল্প ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিযুক্ত, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	প্রয়োজন অনুযায়ী	----------	৩৫০০০০০/-
৫	অন্যন্য খরচ	১	১০,০০০/-	১০,০০০/-
মোট				৩৬৫৫০০০/-

বাস্তবায়ন তদারকি ও পরিবীক্ষণ

মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন সার্বিক ভাবে বাস্তবায়নের তদারকি ও পরিবীক্ষণ করবে। মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন কর্তৃক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও বাবস্থাপনা সম্পর্কিত একটি কমিটি গঠন করা হবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও বাবস্থাপনা কমিটি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল জবাবদিহিতা করবে মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠনের নিকট। উক্ত কমিটি মাসে নূন্যতম একটি সভা করবে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ণ ও ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতি সংক্রান্ত আলোচনা করবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও বাবস্থাপনা কমিটি প্রতি তিন মাস পরপর একটি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং উক্ত প্রতিবেদন মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন নিকট দাখিল করবে।